দৈনিক বাংলা

তারিখ 25 JUL 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য

শিশুদের বিদ্যালয় ত্যাগের প্রবণতা রোধকল্পে সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী চালু করার পাশাপাশি 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন বলে যে খবর বেরিয়েছে আমরা এটাকে স্বাগত জানাই এবং একটি বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ বলে মনে করি।

গত বছর দেশজুড়ে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর সূচনা করা হয়েছে। গোটা জাতিকে অশিক্ষার অভিশাপ থেকে মুক্ত করাই এই কর্মসূচীর লক্ষ্য। সরকারের এই উদ্দেশ্য যে মহান তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু তা বাস্তবায়ন করতে নানা প্রতিবন্ধকতাও মোকাবিলা করতে হচ্ছে। মূল সমস্যাটি হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রীদের পিতা–মাতার অভাব–অনটন।

আমাদের দেশের, এমন কি প্রত্যন্ত এলাকার জনসাধারণের মধ্যেও শিক্ষানুরাগ বর্তমান। দেশের প্রত্যেক, পিতা–মাতাই তাদের সন্তানদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে আগ্রহী। অতীতে তাদের মধ্যে মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে নেতিবাচক মনোভাব ছিল। শুধুমাত্র পুত্র সন্তানদের শিক্ষাদানের ব্যাপারেই তাদের আগ্রহ ছিল। এখন সেই মনোভাবেরও পরিবর্তন হয়েছে। তারা ছেলেমেয়ে উভয়কেই এখন শিক্ষাদানের ব্যাপারে আগ্রহী। কিন্তু তাদের অনেকের ক্ষেত্রেই দারিদ্র্য সন্তানদের শিক্ষাদানের অভিলাষ পূরণের পথে বাধা সৃষ্টি করে। স্কুলে শিশুরা বিশ পয়সায় বই পায় বটে কিন্তু অন্যান্য শিক্ষা সামগ্রীর মূল্য মাতা–পিতাদেরই সংগ্রহ করতে হয়। এটুকুও অনেক অভিভাবকের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাছাড়া অনেক অভিভাবক তাদের সাংসারিক ব্যয় নির্বাহের ব্যাপারে শিশু সন্তানদেরও কাজে লাগায়। নিজ পেশা পরিচালনায় তাদের সহায়তা নেয় অথবা কোথায়ও শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ করে। ফলে ঐ শিশুদের আর শিক্ষার সুযোগ হয়ে ওঠে না। সারাজীবন ধরে শিক্ষাহীনতার জ্বালা সইতে হয়।

অভিভাবকদের দারিদ্র্য তাই সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা বড় রকমের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখা গেছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির এক বছরের মধ্যেই ৬০ ভাগ শিশু পরিবারের অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার কারণে স্কুল ত্যাগ করে। দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় বছরেও শিশুদের একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যা ঐ একই কারণে পড়াশোনা ছেড়ে যায়।

এই বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতেই দরিদ্র ছাত্র–ছাত্রীদের পরিবারগুলোকে যথাযথ পরিমাণ চাল বা গম সাহায্য দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটি যে একটি চমৎকার পদক্ষেপ তাতে সন্দেহ নেই। বলাবাহুল্য, এর জন্য সরকারকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হবে। তবে একথা জোর দিয়েই বলা যায় যে, সরকারের এই শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী সফল করতে মূল্যবান অবদান রাখবে।